গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-১ শাখা

বিষয় : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জোরদার করণে ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)'র সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : আফরোজা খান, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
সভার তারিখ : ২৪/১০/২০১৮ খ্রি:
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হ'ল।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার প্রথমেই আলোচ্যসূচী অনুসারে প্রকল্প পরিচালককে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

২। আলোচনা:

২.১ প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিষয়ে বলেন যে, সেনা কল্যাণ সংস্থার তত্বাবধানে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান ভবনসমূহ ভাঙ্গা ও অপসারণের পর প্রকল্পের কাজ শুরুর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সভা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতির বিষয়ে জানানো হয় যে, ২০ জানুয়ারী ২০১৮ হতে পাইলিং এর কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ০৭ (সাত) টি ভবনের মোট ২৫৬টি সার্ভিস পাইল এবং ২২২ টি সোর পাইলসহ সর্বমোট ৪৭৮টি পাইল স্থাপনের কাজ (১০০%) সম্পন্ন হয়েছে। পাহাড়ের ভূমিধস হতে নির্মিতব্য ভবনগুলো রক্ষায় পাহাড়ের পাদদেশে রিটেইনিং ওয়ালের কাজ ৫৪% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ০৭টি ভবনের মধ্যে সাব-স্টেশন ভবনটির নির্মাণ কাজ ৫৫% এবং প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া আর্থিক অগ্রগতির বিষয়ে জানান যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৯৯৪.৮৯ লক্ষ (৯ কোটি চুড়ানব্বই লক্ষ উননব্বই হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং তন্মধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ বাবদ ৯৭৮.৪০ লক্ষ (নয় কোটি আটাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্পের রাজস্ব খাতে কোন ব্যয় হয়নি।

২.২ প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এই অর্থ বছরে বাজেটের বরাদ্দ মতে ১৭৬০.০০ লক্ষ টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করনের লক্ষ্যে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক টাইম বাউন্ড এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং টাইম বাউন্ড এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। সভায় এটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয় এবং এ কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় ।

২.৩ সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রকল্পের নকশা সংশোধন করা হয়েছে। এ বিষয়ে নকশা প্রণয়ণকারী সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্প এলাকাটি ০৩(তিন) দিকে পাহাড় রয়েছে। ডিপিপি প্রণয়ণ ও অনুমোদনের সময় প্রকল্প সমতল এলাকায় ০৫টি এবং পাহাড়ের উপর ০২টি ভবন (অফিসার্স কোয়াটার ও ইন্সপেকশন বাংলো) রেখে নকশা প্রণয়ণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বে ২০১৭ সালে রাঙ্গামাটি এলাকায় ব্যাপক ভূমিধস হয় এবং প্রকল্প এলাকায়ও পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে। এমতাবস্থায় পাহাড়ের উপর প্রকল্পের আওতায় ০২টি ভবন নির্মাণ ঝুঁকিপূর্ণ এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হবে না বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক পাহাড়ের উপর ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয় এবং সমতলে নির্মিতব্য ০৭টি ভবনের স্থান সংকুলান করে ভবন সমূহের

সংশোধিত নকশা প্রণয়ণ করা হয়। এই নকশা পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প ব্যয়ের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। তিনি আরো জানান যে, নকশা সংশোধন বিষয়ক পরিবর্তনটি যথাসময়ে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক একটি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়কে অবগত করা হলে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত নকশা অনুমোদন করা হয়। সংশোধিত নকশা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। সভায় প্রকল্পের সংশোধিত নকশাটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং সংশোধিত নকশা মতে প্রকল্পের সকল কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.১ প্রকল্পের টাইম বাউন্ড এ্যাকশন প্লান অনুমোদন করা হল এবং এ এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্ম সম্পাদন করতে হবে;

৩.২ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

৩.৩ প্রকল্প কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে ;

৩.৪ প্রকল্পের সংশোধিত নকশা অনুমোদন করা হল এবং সংশোধীত নকশা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে ।

৪। পরিশেষে সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(আফরোজা খান)
সচিব,
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ও
সভাপতি, প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটি